হিসাব খোলার আবেদন ফরম

স্থায়ী আমানত/এমটিডিআর/সঞ্চয়ী স্কিম/মুদারাবা সঞ্চয়ী স্কিম/বিশেষ স্কিম/মুদারাবা বিশেষ স্কিম

শাখার নাম .... উপশাখার নাম.....

হিসাবের নাম .....

গ্রাহকের নাম .....

হিসাবের ধরণ .....

হিসাব নম্বর																
ইউনিক গ্রাহক আইডি কোড (ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)																

JAMUNA BANK

প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ

১) হিসাবধারীর পাসপোর্ট আকারের ছবি (দুই কপি)।
২) হিসাবধারীর পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র (আলোকচিত্রসহ পরিচিতিপত্র)।
৩) নমিনির পাসপোর্ট/জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র (আলোকচিত্রসহ পরিচিতিপত্র)।
৪) নমিনির পাসপোর্ট আকারের এক কপি ছবি (প্রতি জনের)। নমিনীর ছবির পিছনে নমিনীর নাম থাকতে হবে এবং তা হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে।
৫) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দলিলাদি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
৬) হিসাবধারীর আয়/অর্থের উৎসের স্বপক্ষে সম্পৃক্ত দলিলাদি।
৭) যমুনা ব্যাংকের হিসাবধারী কর্তৃক/একজন যোগ্য ব্যক্তি (ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য) হিসাবটি সনাক্ত করবেন এবং হিসাব খুলতে আগ্রহী ব্যক্তির সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি সনাক্তকারী কর্তৃক সত্যায়িত করতে হবে অথবা অন্য কোন হিসাবের রেফারেন্স।
৮) হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরতঃ পরিচিতির তথ্য পরিশিষ্ট-১ মোতাবেক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে এবং কেওয়াইসি সম্পাদন করতে হবে।

যমুনা ব্যাংক লিমিটেড

.....শাখা

.....উপশাখা

হিসাব খোলার ফরম

স্থায়ী আমানত/এমটিডিআর/সঞ্চয়ী স্কিম/মুদারাবা সঞ্চয়ী স্কিম/বিশেষ স্কিম/মুদারাবা বিশেষ স্কিম

তারিখ: | | | | | | | | |

হিসাব নম্বর ঃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ইউনিক আইডি কোড ঃ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

ব্যবস্থাপক
যমুনা ব্যাংক লিমিটেড
---------- শাখা।

প্রিয় মহোদয়,
আমি/আমরা আপনার শাখায় একটি হিসাব খোলার জন্য আবেদন করছি। আমার/আমাদের, হিসাব সংক্রান্ত ও ব্যক্তিগত বিস্তারিত তথ্য নিম্নে প্রদান করছি:

। প্রথম অংশ: হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদি ।

১। হিসাবের শিরোনাম ঃ (বাংলায়).....

In English (Block Letter) .....

২। ক) স্থায়ী আমানত/মুদারাবা মেয়াদী আমানত (এমটিডিআর) হিসাব এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

পরিমান: (অংকে) ..... (কথায়) ..... সুদ/আনুমানিক মুনাফার হার :.....

মেয়াদকাল:.....বছর .....মাস..... দিন..... । মেয়াদ পূর্তির তারিখ:.....

নবায়নের ক্ষেত্রে: ☐ আসল এবং সুদ/মুনাফা নবায়ন করুন ☐ শুধুমাত্র আসল নবায়ন করুন, সুদ/ মুনাফা.....নম্বর হিসাবে জমা করুন ☐ প্রযোজ্য নহে।

খ) সঞ্চয়ী স্কিম/মুদারাবা সঞ্চয়ী স্কিম/বিশেষ স্কিম /মুদারাবা বিশেষ স্কিম হিসাব এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যঃ

স্কিমের নাম:..... স্কিমের মেয়াদ:.....

গ্রাহক কর্তৃক প্রদেয় কিস্তির ফ্রিকোয়েন্সি.....কিস্তির সংখ্যা.....

কিস্তির পরিমাণ: (অংকে).....(কথায়).....

মেয়াদান্তে ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয়: (অংকে).....(কথায়).....

এককালীন জমা: (অংকে).....(কথায়).....

পরিশোধের ফ্রিকোয়েন্সি.....পরিশোধ্য কিস্তির সংখ্যা.....

ব্যাংক কর্তৃক প্রতি কিস্তির প্রদেয়: (অংকে).....(কথায়).....

৩। হিসাব পরিচালনা পদ্ধতি (✓ দিন) : ☐ এককভাবে ☐ যৌথভাবে ☐ যে কোন একজন ☐ যে কোন একজন অথবা জীবিতজন ☐ অন্যান্য.....

৪। গ্রাহকের অন্য কোন ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব আছে কি? (✓ দিন) ঃ ☐ হ্যাঁ ☐ না (উত্তর "হ্যাঁ" হলে নিম্নে একটি হিসাবের তথ্য প্রদান করুন)

ব্যাংকের নাম	শাখার নাম	হিসাব নং

৫। অর্থের উৎস্য ঃ.....

। দ্বিতীয় অংশ: প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্যাদি ।

১	প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়)	ঃ					
	In English (Block Letter)	ঃ					
২	ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ঃ	তারিখ ঃ		ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ			
৩	নিবন্ধন নম্বর ঃ	তারিখ ঃ		নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ও দেশ ঃ		নিবন্ধনকৃত ঠিকানা ঃ	
৪	ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর/BIN	ঃ					
৫	ট্যাক্স আইডি নম্বর (E-TIN) (যদি থাকে)	ঃ					
৬	ব্যবসাস্থল/অফিসের ঠিকানা	ঃ					
৭	প্রতিষ্ঠানের ধরণ (✓ দিন)	ঃ	☐ একক মালিকানা ☐ অংশীদারী ☐ যৌথ উদ্যোগ ☐ প্রাইভেট লি: কোম্পানী ☐ পাবলিক লি: কোম্পানী ☐ ট্রাস্ট ☐ এনজিও/এনপিও ☐ ক্লাব/সোসাইটি ☐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ☐ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ☐ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন).....|				
৮	রেগুলেটরী লাইসেন্স নম্বর	ঃ					

৯। ব্যবসার ধরণ ঃ ☐ ট্রেডিং ☐ সেবা ☐ উৎপাদন ☐ মানি ট্রান্সফার কোম্পানী ☐ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করুন).....

১০। ব্যবসায়ের প্রকৃতি (বিস্তারিত) ঃ.....

১১। বার্ষিক টার্নওভার ঃ.....

। তৃতীয় অংশ: ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি [১] ।

হিসাব নম্বর ঃ

ব্যক্তিক ইউনিক আইডি কোড ঃ
(ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

১	হিসাবধারীর নাম (বাংলায়)	ঃ				
	In English (Block Letter)	ঃ				
২	জন্ম তারিখ	ঃ				
৩	পিতার নাম	ঃ				
৪	মাতার নাম	ঃ				
৫	স্বামী/স্ত্রীর নাম	ঃ				
৬	জাতীয়তা	ঃ		৭	লিঙ্গ	☐ পুরুষ ☐ মহিলা ☐ তৃতীয় লিঙ্গ

হিসাবধারীর ছবি

৮। হিসাবধারীর অবস্থা ☐ নাবালক ☐ সাবালক (হিসাব পরিচালনাকারী বিদেশী নাগরিক হলে ভিসাসহ পাসপোর্টের কপি আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে)

৯। রেসিডেন্ট স্ট্যাটাস (✓ দিন): ☐ রেসিডেন্ট ☐ নন-রেসিডেন্ট (নন-রেসিডেন্ট হলে নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করুন)

পাসপোর্ট নম্বর ঃ ☐ মেয়াদ উত্তীর্নের তারিখ ঃ ☐

(প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক গাইডলাইন্স ফর ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশনস্ এর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে)

১০। পেশা (বিস্তারিত) ঃ.....

১১। মাসিক আয় ঃ.....

১২। অর্থের উৎস (বিস্তারিত) ঃ.....

১৩। ট্যাক্স আইডি নম্বর (E-TIN) (যদি থাকে) .....

১৪। ঠিকানা ঃ

(ক) বর্তমান			
(খ) স্থায়ী			
ফোন/মোবাইল নম্বর ঃ		ইমেইল ঃ	

১৫। পরিচিতি পত্র ঃ (ক) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর ঃ.....

১৬। পরিচয়দানকারীর তথ্য (জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যতীত অন্যান্য পরিচিতিপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে) ঃ

(ক) নাম ঃ.....(খ) হিসাব/জাতীয়পরিচয়পত্র নম্বর ঃ.....

জন্ম তারিখঃ..... স্বাক্ষর (তারিখসহ) .....

১৭। হিসাবধারী নাবালক হলে : আমি নিম্নবর্ণিত হিসাবধারীর বৈধ অভিভাবক হিসেবে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, হিসাবধারী নাবালক। তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংযুক্ত ফরমে প্রদান করা হলো। হিসাবধারী সাবালক না হওয়া পর্যন্ত কিংবা আমার পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত অভিভাবক হিসাবে হিসাবটি আমার স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

(অভিভাবক বলতে বাবা অথবা মা অথবা উভয়ের অবর্তমানে আদালত কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন আইনগত অভিভাবককে বুঝাবে)

(ক) অভিভাবকের নাম ঃ:.....নাবালকের সাথে সম্পর্ক ঃ.....

[১] হিসাবধারী একাধিক হলে প্রত্যেকের এবং হিসাবধারী নাবালক হলে হিসাবধারীর অভিভাবক (বাবা অথবা মা অথবা অন্য কোনো আইনগত অভিভাবক) এর ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি পৃথকভাবে তৃতীয় অংশে বা তৃতীয় অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

। চতুর্থ অংশ: নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাদি [২] ।

হিসাব নম্বর (ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য)

১। নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাবলী :

আমি/আমরা এ হিসাবের অর্থ আমার/আমাদের মৃত্যুর পর নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে প্রদানের জন্য মনোনীত করলাম। আমি/আমরা উল্লিখিত মনোনয়ন যে কোন সময় বাতিল বা পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করি। আমি/আমরা এই মর্মে আরো সম্মতি জ্ঞাপন করছি যে, আমার/আমাদের এ নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক অর্থ প্রদান করবে এবং অর্থ পরিশোধ করা হলে সংশ্লিষ্ট আমানত সম্পর্কিত যাবতীয় দায় পরিশোধ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

হিসাবধারী কর্তৃক সত্যায়িত নমিনির ছবি

ক) নমিনির নাম : .....(খ) জন্ম তারিখ: .....

গ) ঠিকানা : .....

ঘ) শতকরা হার : .....ঙ) হিসাবধারীর সাথে সম্পর্ক :.....

চ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর/ অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে):.....

২। নমিনি নাবালক হলে তার/তাদের নাবালক থাকা অবস্থায় হিসাবধারী/হিসাবধারীগণের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১০৩(২) ধারা অনুযায়ী নমিনির পক্ষে আমানতের অর্থ গ্রহণকারীর তথ্য:

ক) নাম : .....

খ) স্থায়ী ঠিকানা : .....

গ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর/জন্ম নিবন্ধন নম্বর/অন্যান্য (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে)ঃ.....

ঘ) নমিনির সাথে সম্পর্ক :.....

। ঘোষণা ও স্বাক্ষর ।

আমি/আমরা সজ্ঞানে ঘোষণা করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাদি সত্য। আমি/আমরা ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করব।

আবেদনকারী(গণ) এর নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও তারিখ

১।.....২।.....৩।.....৪।.....

। ব্যাংকের ব্যবহারের জন্য ।

মন্তব্য : .....

.....
হিসাব খোলার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

.....
অনুমোদনকারী কর্মকর্তার
নামযুক্ত সীলসহ স্বাক্ষর ও তারিখ

[২] নমিনি একাধিক হলে প্রত্যেকের নমিনি সংক্রান্ত তথ্যাদি চতুর্থ অংশে বা চতুর্থ অংশের সংলগ্নী হিসেবে যুক্ত করতে হবে।

[৩] হিসাবধারী নাবালক হলে আবেদনকারীর স্বাক্ষরের স্থলে হিসাবধারীর অভিভাবক স্বাক্ষর করবেন।

। হিসাব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ নিয়মাবলী ।

ক) হিসাব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ নিয়মাবলী ঃ

১. বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ও ব্যাংকিং রীতি নীতি অনুযায়ী হিসাবটি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রিত হবে।

২. এটা ধরে নেয়া হবে যে, যিনি হিসাবটি খুলবেন তিনি হিসাব পরিচালনার জন্য প্রচলিত নিয়মাবলী সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তা মেনে চলতে রাজী আছেন।

৩. প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন এবং দেউলিয়া নয় এমন যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক নিজ নামে বা যৌথনামে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন ও সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

৪. যে কোন নিরক্ষর ব্যক্তি প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে হিসাব খুলতে পারবেন। নিরক্ষর ব্যক্তির KYC করতে হবে। কেবলমাত্র আমানতকারীর ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে হিসাব হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে।

৫. যে কোন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি নিজের পছন্দের অন্য ব্যক্তির সহায়তায় প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারবেন। গ্রাহক এবং সহায়তাকারী উভয়ের KYC করতে হবে এবং অর্থ উত্তোলনের সময় উভয়কে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে।

৬. বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত গ্রাহকের সশরীরে উপস্থিতি ব্যতীত Online হিসাব খোলা যাবে না।

৭. প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে পর্দানশীল মহিলার ব্যাংক হিসাব খোলা যাবে। হিসাব খোলার সময় শাখা ব্যবস্থাপক / দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সম্মুখে গ্রাহক সশরীরে উপস্থিত হবে এবং তার পরিচিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৮. হিসাব খোলার "প্রারম্ভিক স্থিতি/জমা" বিষয়টি ব্যাংকের নিয়মনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

৯. হিসাবের "ন্যূনতম স্থিতি" ব্যাংকের নিয়মনীতি অনুযায়ী রক্ষিত হবে।

১০. নাবালকের নামে হিসাব খোলা যাবে। সেক্ষেত্রে তার অভিভাবক কর্তৃক হিসাব পরিচালিত হবে। তবে নাবালক হিসাবধারী প্রাপ্তবয়স্ক হলে হিসাবধারী কর্তৃক হিসাবটি পরিচালিত হবে। সে ক্ষেত্রে হিসাবধারীর সদ্যতোলা ছবি, Specimen Signatur Card, নাগরিক সনদপত্র, বার্থ সার্টিফিকেটের কপি ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

১১. নাবালক ও অভিভাবক উভয়ের ক্ষেত্রে "ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য ফরম" পূরণ করতে হবে এবং উভয় ফরমেই অভিভাবকের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর করতে হবে।

১২. প্রতিটি হিসাবের জন্য একটি করে হিসাব নম্বর প্রদান করা হবে। ব্যাংকের নিকট প্রেরিত প্রতিটি চিঠি, নথি ও জমা স্লিপে উক্ত হিসাব নম্বরটি সঠিকভাবে লিখতে হবে। হিসাব নম্বর ভুল প্রদানের জন্য যদি কোন তথ্য ভুল হয় তার জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

১৩. ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী হিসাবে প্রদেয় সুদ/মুনাফা, পরিচালনা ব্যয়, সার্ভিস চার্জ, ফি ইত্যাদি সময়ে সময়ে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারণ ও কর্তন করা হবে।

১৪. সরকার/বাংলাদেশ ব্যাংক/যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী যে কোন কর, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট হিসাব থেকে কর্তন করা যাবে।

১৫. সম্ভাব্য বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ কোন দায় দেনা পরিশোধের জন্য ব্যাংকে পরিচালিত গ্রাহকের যে কোন হিসাবের স্থিতি বিবেচনা করা হবে অথবা তা নিরপত্তা জামানত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

১৬. গ্রাহকের নিকট প্রেরিত কোন হিসাব বিবরণী সম্পর্কে প্রেরণের তারিখ হতে ১৫ দিনের মধ্যে গ্রাহক যদি লিখিত কোন অভিযোগ দাখিল না করেন তবে তা গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। ডাক সমস্যার কারণে কোন পত্র প্রাপ্তিতে বিলম্ব/হস্তগত না হলে ব্যাংক দায়ী থাকবে না।

১৭. কোন হিসাবে মেনডেট প্রদান করলে ব্যাংকের নির্দিষ্ট ফরম ব্যাবহার ও নিয়ম-নীতি প্রযোজ্য হবে।

১৮. অন্য কোন ব্যাংকের অথবা বাইরের শাখার কোন চেক পরিশোধের জন্য ব্যাংকে উপস্থাপন করা হলে তা শুধুমাত্র সংগ্রহ সাপেক্ষে হিসাবে জমা করা হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ আরোপ করা হবে।

১৯. ব্যাংকের মতে যদি কোন হিসাব সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত না হয়, তা হলে বিনা নোটিশেই ঐ হিসাব বন্ধ করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে। তাছাড়া অন্য কোন কারণেও ব্যাংক যে কোন হিসাব বন্ধ করতে পারে এবং এসব কারণ গ্রাহকের নিকট প্রকাশ করতে ব্যাংক বাধ্য নয়।

২০. বিদ্যমান মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ আইন, ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, বৈদেশিক মুদ্রাবিনিময় এবং করারোপ বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিধান প্রতিপালনে কোন লেনদেন প্রক্রিয়াকরণে বা প্রত্যাখানকরণে ব্যাংকের অতিরিক্ত দলিল, তথ্য ও সময় প্রয়োজন হতে পারে। গ্রাহক এ বিষয়ে পূর্ণসহযোগীতা প্রদানে ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি সরবরাহকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবেন এবং সংবিধিবদ্ধ বিধিনিষেধ পরিপালনে সম্মত থাকবেন।

২১. ইপিজেড ও অফ-শোর ব্যাংকিং ইউনিট-এর হিসাবের লেনদেন/কার্যক্রম বেপজা/ইপিজেড/বাংলাদেশ ব্যাংক/বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন আইন ও আন্তজার্তিক অফ-শোর ব্যাংকিং নিয়মনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

২২. FDR/MTDR এর গ্রাহকগণ তাদের রশিদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন।

২৩. FDR/MTDR এর গ্রাহকগণ মূল রশিদ হারালে ব্যাংকের নিকট আবেদন সাপেক্ষে ইনডেমনিটি বন্ড প্রদান করে ডুপ্লিকেট রসিদ গ্রহণ করতে পারবেন।

২৪. নির্দেশনা অনুযায়ী FDR/MTDR নবায়ন হবে। নির্দেশনা না থাকলে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট প্রচলিত সুদ/মুনাফা হার নবায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২৫. FDR/MTDR ও স্কিম হিসাব মেয়াদপূর্তির পূর্বে ভাঙ্গানোর ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট সুদ/মুনাফা প্রদানে ব্যাংকের নিয়মনীতি প্রযোজ্য হবে।

২৬. FDR/MTDR ও স্কিম হিসাবের স্থিতির জামানতের বিপরীতে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে ঋণ/করজ নেয়া যাবে।

২৭. স্কিম হিসাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্কিমের নিয়মাবলী/শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

২৮. ১৮ বছর এবং তদূর্ধ্ব যে কোন বাংলাদেশী নাগরিক সকল স্কিম হিসাব খুলতে পারবে। নাবালক/অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নামেও সকল স্কিম খোলা যাবে তবে সেক্ষেত্রে তার অভিভাবকের দ্বারা হিসাবটি পরিচালিত হবে।

২৯. আমানতকারীর মৃত্যুর পর নিয়ম অনুযায়ী তার মনোনীত ব্যক্তি (নমিনি) গচ্ছিত টাকা গ্রহণ করতে পারবেন। একাধিক মনোনীত ব্যক্তির ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত অংশের হারে গচ্ছিত টাকা প্রদেয় হবে। তবে এক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে তাঁর/তাদের মনোনয়নের স্বপক্ষে যথাযথ প্রমান উপস্থাপন করতে হবে।

৩০. কোন মনোনীত ব্যাক্তি না থাকলে আমানতকারীর উত্তরাধিকারীকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরাধিকার সনদপত্র মোতাবেক হিসাবের স্থিতি পরিশোধযোগ্য হবে।

৩১. নমিনি কর্তৃক ব্যাংক হতে গচ্ছিত অর্থ উত্তোলিত হলে তাহা নমিনি নিজ দায়িত্বে 'ফরায়েজ' অনুসারে সকল ওয়ারিশের মধ্যে বন্টন করবেন।

৩২. মৃত আমানতকারীর হিসাবের স্থিতি বাংলাদেশে প্রচলিত আইন ও নিয়ম অনুযায়ী যমুনা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। আইন বলতে ব্যাংকের ইশতেহার, সরকারী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নোটিফিকেশন, ধারা, আদেশ ইত্যাদি ও প্রচলিত ব্যাংকিং রীতি নীতি গণ্য করা হবে।

৩৩. কোনরূপ কারণ দর্শাণো অথবা পূর্ব ধারণা ব্যতিরেকে ব্যাংক প্রচলিত নিয়মাবলী পরিবর্তন, পরিবর্ধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।

৩৪. গ্রাহকের ঠিকানা কিংবা টেলিফোন নম্বরের পরিবর্তন হলে তা অবশ্যই অনতিবিলম্বে ব্যাংকের নিকট লিখিতভাবে জানাতে হবে।

৩৫. কোন সঞ্চয়কারী মেয়াদপূর্তির পূর্বে যদি পরপর ৩ কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হন তাহলে তার হিসাব বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তার জমাকৃত টাকার উপর সঞ্চয়ী হিসাবের নির্ধারিত হারে মুনাফা দেওয়া হবে। তবে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ভাঙ্গালে কোন মুনাফা দেওয়া হবে না।

৩৬. যদি কোন গ্রাহক নিয়মিত কিস্তির টাকা প্রদানে ব্যর্থ হন তাহলে তাকে মেয়াদ উত্তীর্ণ কিস্তির জন্য ৫% হারে জরিমানা দিতে হবে এবং নূন্যতম জরিমানার পরিমাণ হবে ২৫ টাকা যা পরবর্তী কিস্তির সঙ্গে জমা দিতে হবে।

৩৭. সঞ্চয়ের কিস্তি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে। ২০ তারিখ ছুটির দিন থাকলে পরবর্তী কার্যদিবসে কিস্তির টাকা জমা দেওয়া যাবে।

৩৮. যদি কোন আমানতকারী তার সঞ্চিত অর্থ মেয়াদপূর্তির পূর্বে অর্থাৎ প্রথম ৬ মাসের মধ্যে ভাঙ্গান তবে কোন মুনাফা দেওয়া হবেনা, তবে ৬ (ছয়) মাস পরে টাকা তুলতে চাইলে সঞ্চয়ী হিসাবের মুনাফার হার প্রদান করতে হবে।

খ) ইসলামী ব্যাংকিং হিসাব পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ নিয়মাবলী ঃ

মুদারাবা মেয়াদী জমা (এমটিডিআর) ঃ

১. উপরে বর্ণিত ইসলামী শরীয়াহ্‌র মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে এমটিডিআর হিসাব পরিচালিত হবে।

২. লাভ/লোকসান বন্টনের ক্ষেত্রে গৃহীত জমার মেয়াদ অনুপাতে বর্ধিত হারে Weightage বহন করবে।

৩. উক্ত খাতে গৃহীত জমা ব্যাংক অন্যান্য জমা বা মূলধনের সাথে একত্রিত করে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শরীয়াহ্ অনুমোদিত যে কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবে।

৪. মুদারাবা মেয়াদী আমানতের লাভ মেয়াদ পূর্তিতে সংশ্লিষ্ট মেয়াদী হিসাবে জমা করা হয়। জমাকারী উহা উঠিয়ে না নিলে মূল জমা হিসাবে গণ্য হয় এবং পরবর্তীকালে তদানুযায়ী লাভের জন্য বিবেচিত হয়। এক বৎসর বা তদুর্দ্ধ মুদারাবা মেয়াদী জমাকারী প্রয়োজনবশতঃ ৬ মাসান্তে লাভের টাকা উঠিয়ে নিতে চাইলে তা সাময়িক লাভের হার অনুযায়ী প্রদান করা হবে।

৫. বিশেষ প্রয়োজনে আমানতকারী জমাকৃত টাকার বিপরীতে সর্বোচ্চ ৮০% কর্জ / উত্তোলন সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে কর্জ (উত্তোলন সুবিধা) ভোগকালীন সময়ে টাকা উত্তোলনের অবশিষ্ট অংশের উপর মুনাফা প্রদান করা হয়। উত্তোলনকৃত টাকা সমন্বয়ের পর হিসাবটি পুনরায় যথানিয়মে পরিচালিত হয়। উত্তোলন সুবিধার জন্য গ্রাহক থেকে ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়।

স্কিমের হিসাব সমূহ ঃ

১. ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে স্কিম হিসাবসমূহ উপরে বর্ণিত ইসলামী শরীয়াহ্‌র মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।

২. এ প্রকল্পের আওতায় মেয়াদান্তে প্রদেয় টাকার পরিমান কম বা বেশী হতে পারে। কারণ, মুদারাবা নীতিমালা অনুযায়ী প্রদেয় মুনাফা নির্দিষ্ট হারে না হয়ে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা সমূহের সার্বিক লাভ-লোকসান ও Weightage উপর নির্ধারিত হয়ে থাকে।

৩. বিশেষ প্রয়োজনে আমানতকারী জমাকৃত টাকার বিপরীতে সর্বোচ্চ ৮০% বিনিয়োগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন।

.....
গ্রাহকের স্বাক্ষর

ঠিকানা:
যমুনা ব্যাংক টাওয়ার
প্লট-১৪, ব্লক-সি
বীর উত্তম এ.কে.খন্দকার সড়ক
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২